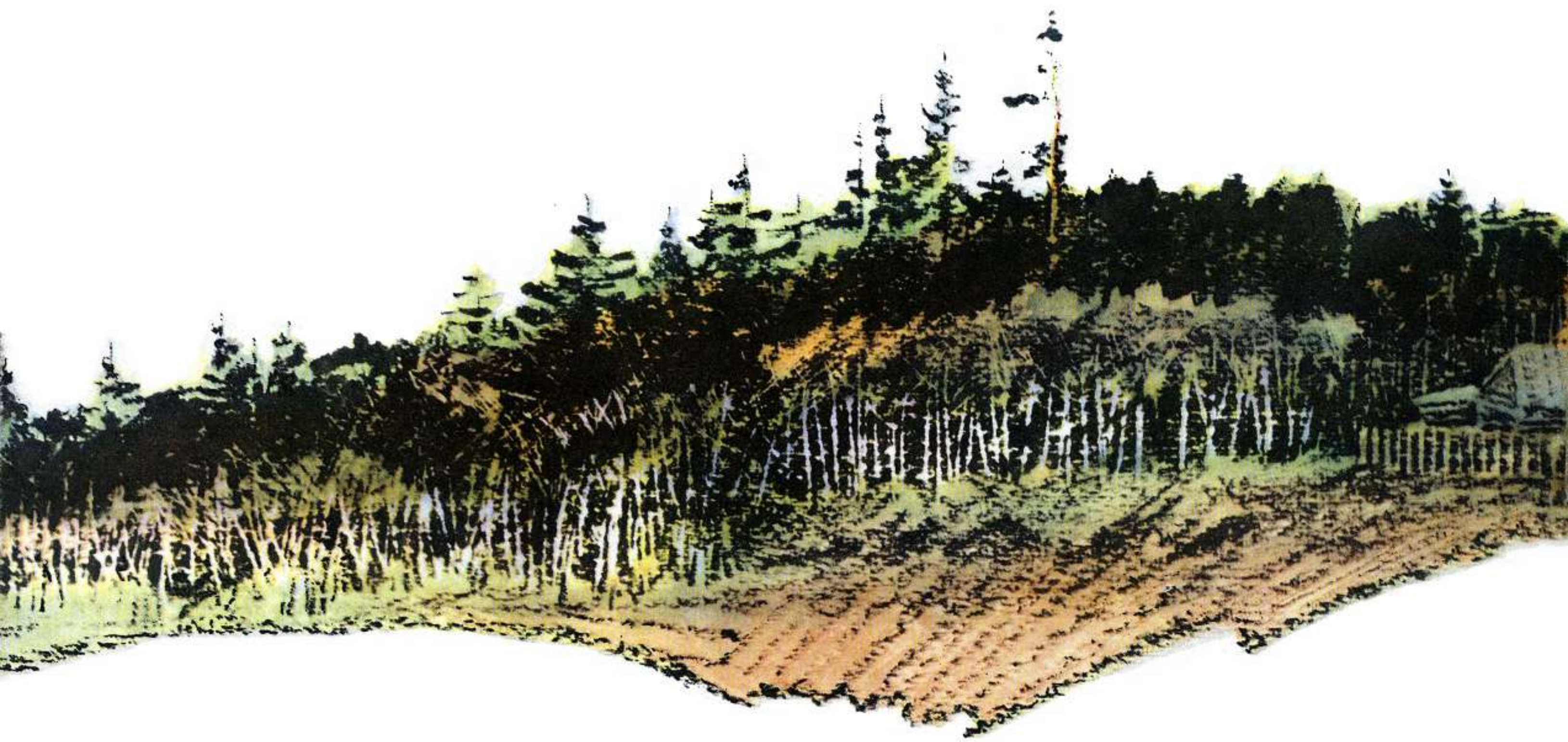


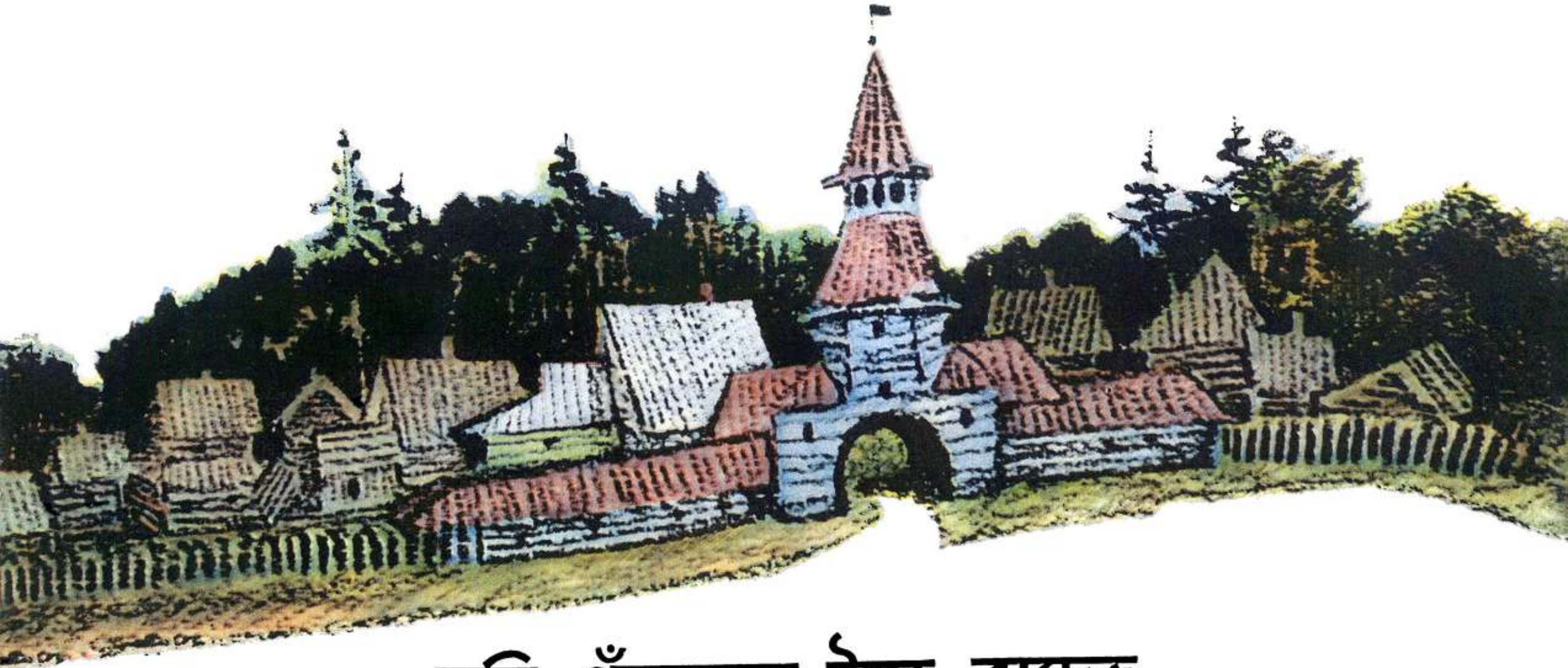
মাশা আর ভালুক

রুশী রূপকথা

কথক: ম. বুলাতভ

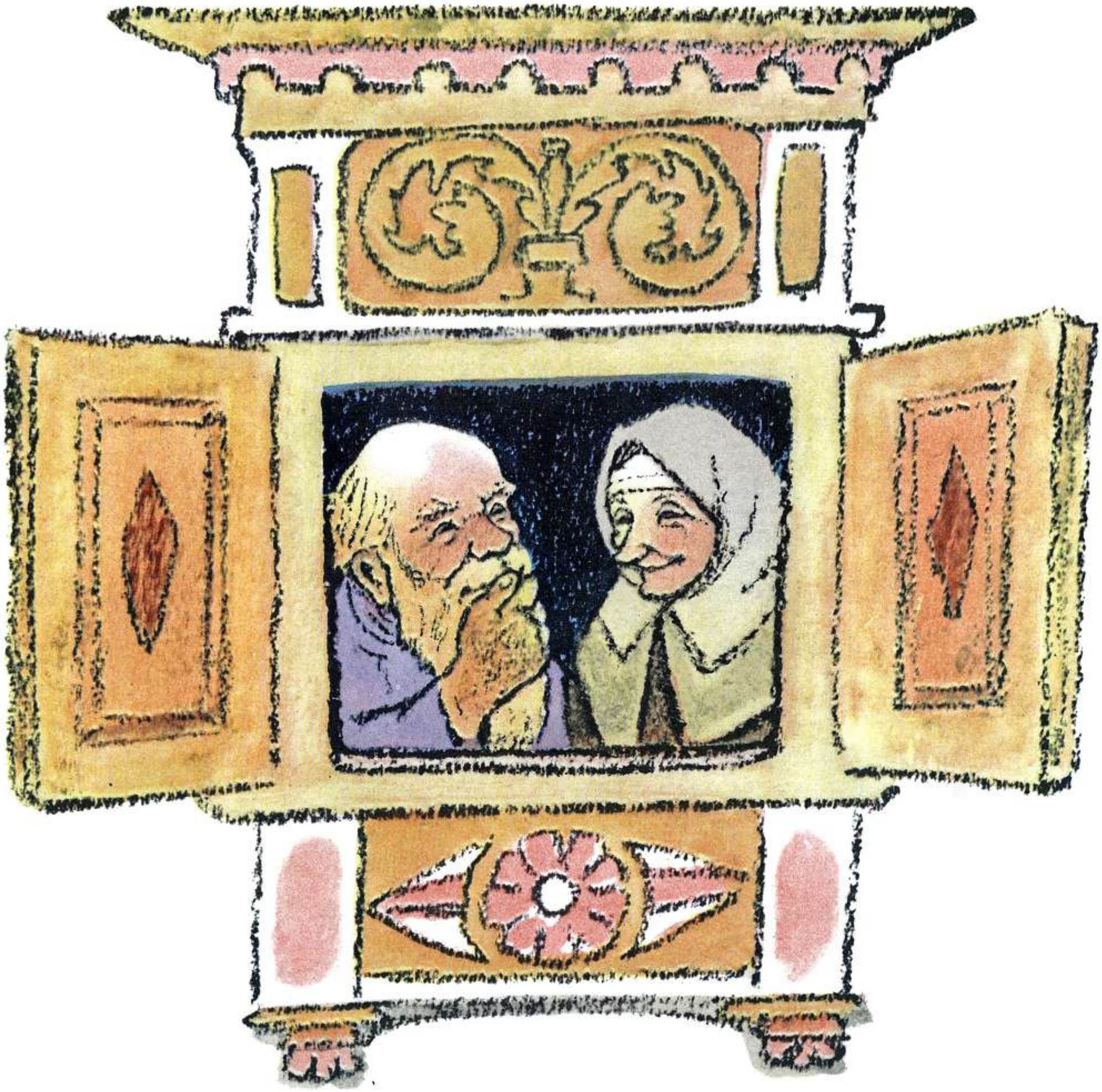


মাশা আর ভালুক



ছবি এঁকেছেন ইয়ে. রাচেভ

প্রগতি প্রকাশন · মস্কো



দাদু আর দিদিমা। তাদের একটি নাতনি — মাশা।

মেয়েরা একদিন ঠিক করলে বনে যাবে, ব্যাঙের ছাতা, ফল পাকুড় তুলবে। মাশাকেও ডাকতে এল সইয়েরা।

মাশা বলে, ‘ও দাদু, ও দিদিমা, সইদের সঙ্গে বনে যাব!’

দাদু দিদিমা বলে:

'যা, তবে দেখিস, সইদের কাছ ছাড়া হোস নে, নইলে হারিয়ে যাবি।'

বনে এল মেয়েরা, ব্যাঙের ছাতা, ফল পাকুড় খুঁজতে লাগল। মাশা ওদিকে গাছের পর গাছ, ঝোপের পর ঝোপ খুঁজতে খুঁজতে সইদের ফেলে চলে গেল অনেক দূর।

সইদের ডাকে মাশা, 'ও-ও!' করে আওয়াজ করে। কিন্তু সইদের কানে যায় না, সাড়া আসে না।

বনের মধ্যে দিয়ে হাঁটে আর হাঁটে মাশা, একেবারে হারিয়ে যায়।

হাঁটতে হাঁটতে সে এসে পড়ল একেবারে গহীন বনে। দেখে কি — একটা কুঁড়ে। দরজায় টোকা দিলে মাশা, কোনো সাড়া নেই। দুয়োরে ধাক্কা দিলে — দুয়োর খুলে গেল।

ভেতরে ঢুকল মাশা, জানলার কাছে বেঞ্চিতে বসল।

বসে বসে ভাবে, "কে থাকে এখানে, কাউকেই যে দেখা যায় না?"

এদিকে কিন্তু কুঁড়েয় থাকে এক কেঁদো ভালুক। বাড়ি ছিল না তখন, বনে বনে চরছিল।

সন্ধেয় বাড়ি ফিরল ভালুক, মাশাকে দেখে ভারি খুশি।

বলে, 'ওঃ হো, আর তোকে ছাড়ছি নে! আমার এখানে থাকবি, উনুন ধরাবি, রান্না করবি, আমায় খাওয়াবি।'



দুঃখু করলে মাশা, শোক করলে, কিন্তু উপায় নেই। ভালুকের সঙ্গেই কুঁড়েয় বাস করতে লাগল সে।

সারা দিন বনে বনে ঘোরে ভালুক, মাশাকে হুকুম করে যায়, ঘরের বাইরে যেন পা না বাড়ায়।

বলে, 'যদি যাস, ধরা পড়বি, তখন কিন্তু একেবারেই খেয়ে নেব।'

মাশা ভাবে কী করে পালানো যায় ভালুকের হাত থেকে। চারিদিকে বন, কোন দিকে যাবে জানে না, কেউ নেই যে জিজ্ঞেস করবে...

ভেবে ভেবে এক বুদ্ধি বার করলে মাশা।

ভালুক একদিন বনে যাচ্ছে, মাশা বললে:

'ভালুক, ও ভালুক, এক দিনটির জন্যে আমায় গাঁয়ে যেতে দে, দাদু দিদিমার জন্যে মিষ্টি নিয়ে যাব।'

ভালুক বলে, 'উঁহুঁ, বনে তুই পথ হারাবি। বরং মিষ্টি আমায় দে, আমি নিজেই পেঁছে দেব।'

মাশাও ঠিক তাই চায়।

পিঠে ভাজলে মাশা। বড়ো সড়ো এক বাক্স জোগাড় করে বলে:

'এই দ্যাখ, এই বাক্সে পিঠে ভরে দেব। দাদু দিদিমার কাছে দিয়ে আসিস। তবে মনে রাখিস, যেতে যেতে বাক্স খুলিস নে, পিঠে নিস নে। আমি ওক গাছে চেপে বসে থাকব, সব দেখব।'



ভালুক বলে, 'বেশ, দে বাক্স।'

মাশা বলে, 'দ্যাখ তো একটু বাইরে গিয়ে বৃষ্টি আসছে কি না!'

ভালুক দাওয়ায় বেরুতেই মাশা ঢুকে বসল বাক্সে, মাথার ওপর রাখলে পিঠে ভরা রেকাব।

ভালুক ফিরে এসে দেখে সব তৈরি। বাক্স পিঠে চাপিয়ে রওনা হল গাঁয়ের দিকে।

ভালুক যায় ফার গাছের ফাঁকে ফাঁকে, বার্চ গাছের বাঁকে বাঁকে, নেমে যায়, উঠে যায় উৎরাই চড়াই। যায় যায়, যেতে যেতে ক্লান্ত হয়ে বলে:

'একটুখানি বসে যাই,
দু চারটে পিঠে খাই।'

মাশাও অমনি বাক্সের ভেতর থেকে বলে ওঠে:

'দেখতে পাচ্ছি কিন্তু!
বসিস নে, বসিস নে,
পিঠেতে হাত দিস নে,
দাদুর কাছে নিয়ে যা,
দিদিমাকে দিগে যা!'

ভালুক বলে, 'ইস, কী নজর দেখো! সবই দেখছে!'



বাক্সটি তুলে নিয়ে ফের চলল ভালুক। যায় যায়, শেষ কালে থেমে বলে:

‘একটুখানি বসে যাই,
দু চারটে পিঠে খাই।’

মাশাও অমনি বাক্সের ভেতর থেকে বলে ওঠে:

‘দেখতে পাচ্ছি কিন্তু!
বসিস নে, বসিস নে,
পিঠেতে হাত দিস নে,
দাদুর কাছে নিয়ে যা,
দিদিমাকে দিগে যা!’

ভালুক একেবারে অবাক:

‘দ্যাখো কেমন সেয়ানা! উঁচুতে আসন, সুদূরে নয়ন!’

উঠে তাড়াতাড়ি পা চালাল আবার।

গাঁয়ে এল ভালুক, খুঁজে বার করলে কোন বাড়িতে দাদু দিদিমা থাকে। যত জোরে পারে ফটকে কড়া নাড়তে লাগল।

‘টুক, টুক, টুক! গা তোলো, দোর খোলো! মাশার কাছ থেকে মিষ্টি এনেছি।’

ওদিকে ভালুকের গন্ধ পেয়ে গেছে কুকুরেরা, ঝাঁপিয়ে পড়ল তারা। সব ঘরের দোর থেকে শুরু হল ছুটোছুটি, ঘেউ ঘেউ।

ভালুক ভয় পেয়ে গেল। ফটকের কাছে বাক্স ফেলে রেখে কোনো দিকে না চেয়ে ভোঁ দৌড় বনে।

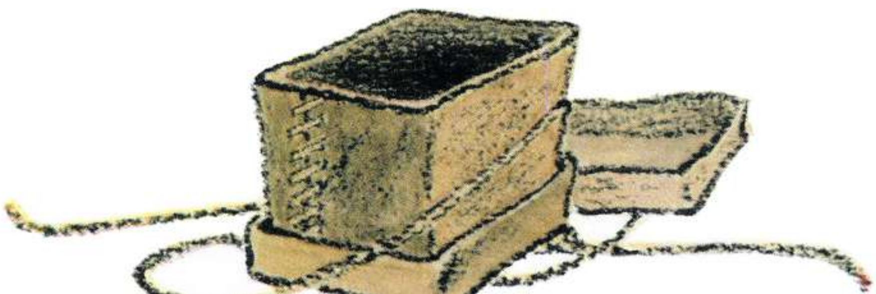


দাদু দিদিমা বেরিয়ে এল ফটকের কাছে, দেখে কি, বাক্স।

দিদিমা বলে, 'দেখি তো কী আছে বাক্সে।'

ঢাকনা তুলে ধরল দাদু, দেখে আর নিজের চোখকেও বিশ্বাস হয় না: বাক্সে যে বসে আছে মাশা — আলাই নেই, বালাই নেই, জলজ্যান্ত নাতনি সেই।

দাদু দিদিমার খুশি আর ধরে না। মাশাকে কোলে নেয়, চুমু খায়, বলে, বুদ্ধিমতী মেয়ে।



অনুবাদ: ননী ভৌমিক

МАША И МЕДВЕДЬ

Русская народная сказка

На языке бенгали